গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
উপবৃত্তি শাখা
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

নং-৩৭.২৪.০৪.০০০০.১১৩.১২৭.২৪-২৩

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ অনুযায়ী সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ০২ (দুই)টি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ অনুযায়ী সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ০২ (দুই)টি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: (১) 'ই-ভর্তি সহায়তা সিস্টেম'-এ এসএমএস ইন্টিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ০২ প্রস্থ।
(২) 'ই-চিকিৎসা অনুদান সিস্টেম'-এ এসএমএস ইন্টিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ০২ প্রস্থ।

২৯/০২/২০২৪

(মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ)
সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি)
ফোন: ৫৫০০০৪২৮
ই-মেইল: md@pmeat.gov.bd

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: যুগ্মসচিব (অ: দা:), পারফরমেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন শাখা।]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১. সহকারী পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২. সহকারী প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক এঁর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

বিষয়: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের 'ই-ভর্তি সহায়তা সিস্টেম'-এ এসএমএস ইন্টিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

বিবরণ:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম 'ই-ভর্তি সহায়তা সিস্টেম' সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যারে ভর্তি সহায়তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়। ভর্তি সহায়তার আবেদনের জন্য একজন শিক্ষার্থী প্রথমে 'ই-ভর্তি সহায়তা সিস্টেম'-এ প্রবেশ করে। এরপর তাকে উক্ত সিস্টেম-এ নাম, জন্ম নিবন্ধন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়। এরপর উক্ত শিক্ষার্থী আবেদন ফরম পূরণ করে ও সকল তথ্য দাখিল করে আবেদন সম্পন্ন করে। ট্রাস্ট হতে সকল শিক্ষার্থীর আবেদন অনলাইনে গ্রহণের পর একই সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাথমিক যাছাইবাছাই ও নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিক নির্বাচনের পর প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে চূড়ান্ত নির্বাচন করা হয়। সবশেষে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের সময় প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএস বা ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ এর মাধ্যমে ভর্তি সহায়তা প্রাপ্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি শিক্ষার্থীকে অবহিত করা হয়।

এসএমএস প্রেরণের পদ্ধতি:

শিক্ষার্থী নিবন্ধনের সময় 'ই-ভর্তি সহায়তা সিস্টেম' এ প্রদত্ত নাম ও মোবাইল নম্বর ও নিবন্ধনের অন্যান্য তথ্য প্রথমে Database Server-এ সংরক্ষণ করা হয়। এরপর Teletalk এর Bulk SMS Gateway ব্যবহার করে SMS Server হতে API Integration এর মাধ্যমে Database Server-এ সংরক্ষিত শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বরে এসএমএস প্রেরণ করা হয়।

পূর্বের অবস্থা:

পূর্বে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি সহায়তার জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয় অবহিত করা হতো না। এর ফলে উক্ত আবেদিত শিক্ষার্থী ভর্তি সহায়তা পাবে কিনা তা নিশ্চিত হতে পারতো না। অনেক সময় তাকে ট্রাস্ট অফিসে ফোন করতে হতো অথবা অফিসে আসতে হতো। এতে শিক্ষার্থীর সময়, খরচ ও ভ্রমণ অনেক বেশি লাগতো এবং শিক্ষার্থীকে ভোগান্তির শিকার হতে হতো।

বর্তমান অবস্থা:

বর্তমানে ভর্তি সহায়তার জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি অবহিত করা হচ্ছে। এতে তার সময়, খরচ ও ভ্রমণ কমে গিয়েছে এবং ভোগান্তি লাঘব হয়েছে। শিক্ষার্থী যে কোন স্থান হতে মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে ভর্তি সহায়তার জন্য নির্বচিত হলো কিনা সেটা জানতে পারছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর আরো সহজতর হয়েছে।

২৭|০২|২০২৪

অসীম কুমার পাল
সহকারী প্রোগ্রামার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

২৯/০২/২০২৪

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, ঢাকা
ইনসিটু: সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

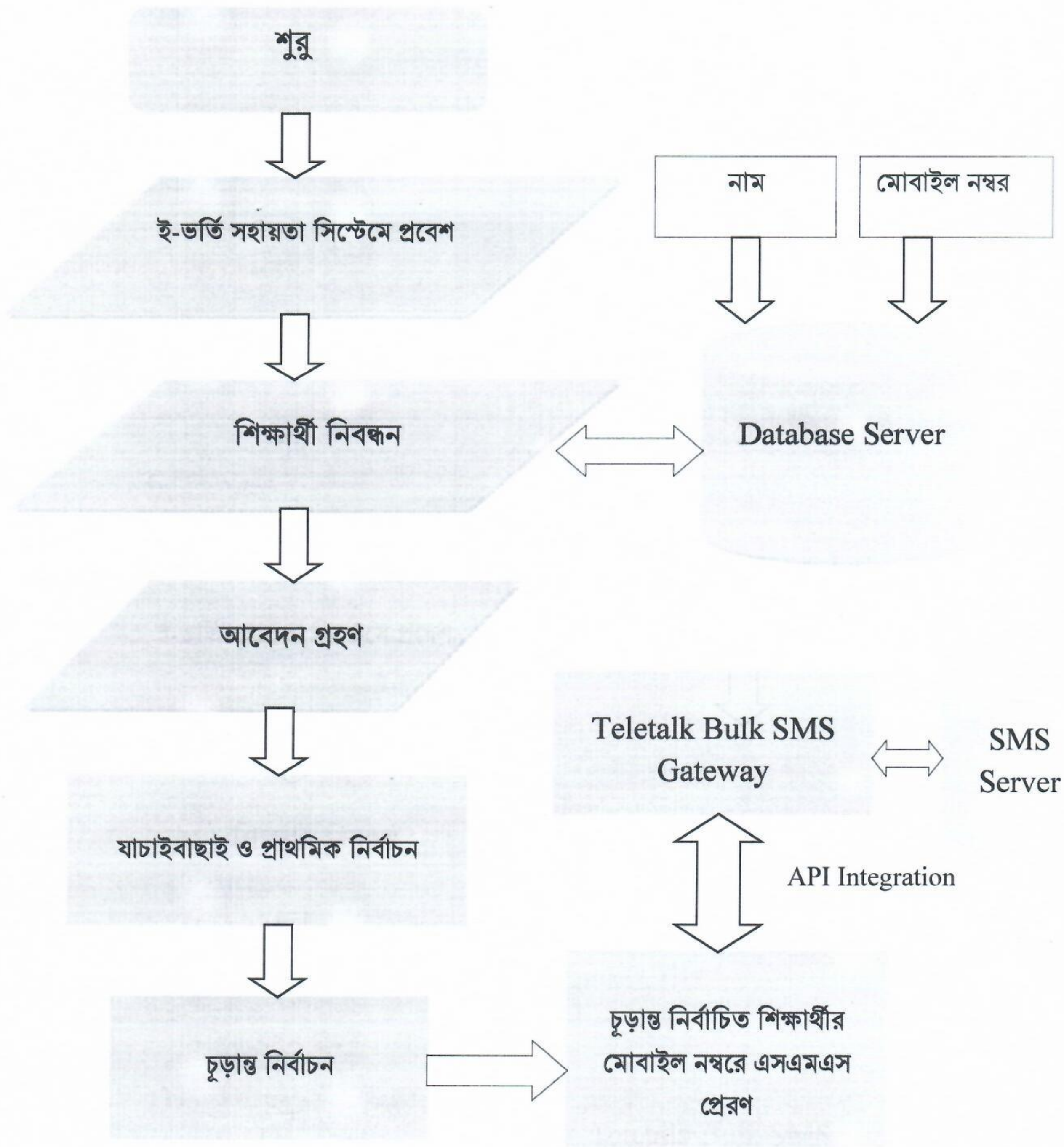

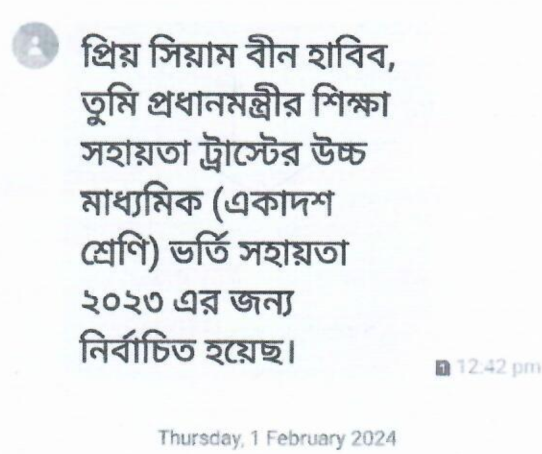

চিত্র: ই-ভর্তি সহায়তা সিস্টেমে এসএমএস ইন্টিগ্রেশন এর প্রসেস ম্যাপ।

অসীম কুমার পাল

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিষয়: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের 'ই-চিকিৎসা অনুদান সিস্টেম'-এ এসএমএস ইন্টিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

বিবরণ:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রম 'ই-চিকিৎসা অনুদান সিস্টেম' সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যারে চিকিৎসা অনুদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসা অনুদানের আবেদনের জন্য একজন শিক্ষার্থী প্রথমে 'ই-চিকিৎসা অনুদান সিস্টেম'-এ প্রবেশ করে। এরপর তাকে উক্ত সিস্টেম-এ নাম, জন্ম নিবন্ধন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়। এরপর উক্ত শিক্ষার্থী আবেদন ফরম পূরণ করে ও আবেদনের তথ্য দাখিল করে আবেদন সম্পন্ন করে। ট্রাস্ট হতে সকল শিক্ষার্থীর আবেদন অনলাইনে গ্রহণের পর একই সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাথমিক যাছাই বাছাই ও নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিক নির্বাচনের পর প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে চূড়ান্ত নির্বাচন করা হয়। সবশেষে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের সময় প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএস বা ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ এর মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি শিক্ষার্থীকে অবহিত করা হয়।

এসএমএস প্রেরণের পদ্ধতি:

শিক্ষার্থী নিবন্ধনের সময় 'ই-চিকিৎসা অনুদান সিস্টেম'-এ প্রদত্ত নাম ও মোবাইল নম্বর ও নিবন্ধনের অন্যান্য তথ্য প্রথমে Database Server-এ সংরক্ষণ করা হয়। এরপর Teletalk এর Bulk SMS Gateway ব্যবহার করে SMS Server হতে API Integration এর মাধ্যমে Database Server-এ সংরক্ষিত শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বরে এসএমএস প্রেরণ করা হয়।

পূর্বের অবস্থা:

পূর্বে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত চিকিৎসা অনুদানের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয় অবহিত করা হতো না। এর ফলে উক্ত আবেদিত শিক্ষার্থী চিকিৎসা অনুদান পাবে কিনা তা নিশ্চিত হতে পারতো না। অনেক সময় তাকে ট্রাস্ট অফিসে ফোন করতে হতো অথবা অফিসে আসতে হতো। এতে সময়, খরচ ও ভ্রমণ অনেক বেশি লাগতো এবং শিক্ষার্থীকে ভোগান্তির শিকার হতে হতো।

বর্তমান অবস্থা:

বর্তমানে চিকিৎসা অনুদানের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি অবহিত করা হচ্ছে। এতে তার সময়, খরচ ও ভ্রমণ কমে গিয়েছে এবং ভোগান্তি লাঘব হয়েছে। শিক্ষার্থী যেকোন স্থান হতে মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে চিকিৎসা অনুদানের জন্য নির্বচিত হলো কিনা সেটা জানতে পারছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর আরো সহজতর হয়েছে।

২৭/০২/২০২৪

অসীম কুমার পাল
সহকারী প্রোগ্রামার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

…/০২/২০২৪

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, ঢাকা
ইনসিটুঃ সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

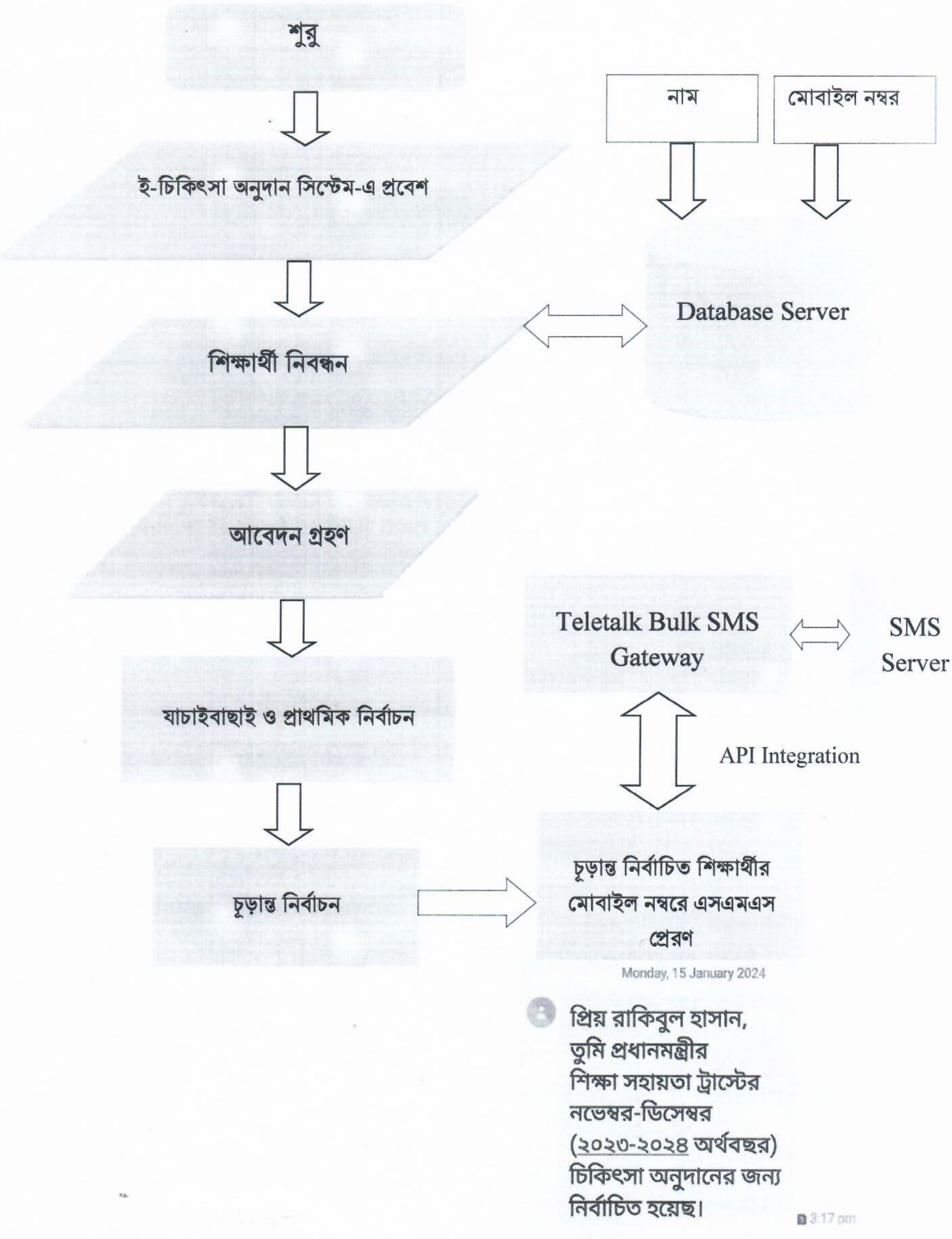

চিত্র: ই-চিকিৎসা অনুদান সিস্টেম-এ এসএমএস ইন্টিগ্রেশন এর প্রসেস ম্যাপ।

27/02/2024
অসীম কুমার পাল

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ